সমপ্রেম: একটু আভাস

হিমেল সাগর

সমপ্রেম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই সমপ্রেম কি এবং তার মুল্যই–বা কি– এ–প্রশ্নগুলোর অনুসন্ধান করতে হয়। সমপ্রেমকে প্রকৃত–সংজ্ঞার আওতায় অন্যান্য মানুষের কাছে মেলে ধরতে হয়। সমপ্রেমের সমগ্র বিষয় বা প্রক্রিয়া বোঝানো বা ব্যাখ্যা করা না–গেলেও একটি সত্য–সংজ্ঞায় সমপ্রেমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করে চিরসত্যে উত্তীর্ণ হওয়া উচিত; তাই প্রথমে সমপ্রেম সমন্ধে একটি সংজ্ঞা দেওয়া আবশ্যক।

> [...] **homosexuality** [...] refers to a sexual orientation characterised by lasting aesthetic attraction, romantic love, or sexual desire exclusively for others of the same sex or gender. It can also refer to the manifestation of that orientation in the identity of an individual, possibly at odds with that person's sexual behaviour. Finally, it can refer to sexual relations with another of the same sex regardless of one's sexual orientation, self-identification, or gender identity.[1]

এ–সংজ্ঞাকে একটু খুঁটিয়ে দেখলে এতে সন্ধান মেলে– এক মানুষ বা প্রাণী যখন সমলিঙ্গের অপর মানুষ বা প্রাণীর প্রতি জীবন ও প্রকৃতির এক আবেগমন্ডিত, সৌন্দর্য–কান্তি–নন্দনবোধবিশিষ্ট আনন্দঘন প্রেম বা আকর্ষণ অনুভব করে, এরই নাম সমপ্রেম। এ যৌনপ্রবৃত্তি ওপর নির্ধারিত নয়; এর সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে সত্য–চিরন্তন পরস্পর আনন্দের অক্ষয় আহ্বান, অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত ও ইন্দ্রিয়নির্ভর প্রবল আকর্ষণ প্রকাশের ক্রিয়াশীল আনন্দোপলব্ধি, নিঃসংকোচে প্রেমসৌন্দর্যবোধ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শেক্সপীয়রের 'রোমি অ্যান্ড জুলিয়েট' বা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' যেমন যৌনপ্রবৃত্তিই প্রেম বা শরীরভোগের মুলকথা নয়; তেমনি শেক্সপীয়রের 'সনেটগুচ্ছ' বা মাইকেলএঞ্জেলোর 'ডেভিড' মর্মরমুর্তিও নয়। এখানে শিল্পীর নিজস্ব আবেগ–প্রত্যয়ে জীবনের শিল্পিত ও সানন্দ রূপ অন্য–মানুষের কাছে মেলে ধরা হয়েছে; ব্যক্তিসত্যকে এক অসাধারণ ও সক্রিয় চিরসত্যে উত্তীর্ণ করে নন্দনভাবনার মুল্য স্বীকার করা হয়েছে। সত্য স্বতঃসিদ্ধ। শিল্পীর আবেগের আন্তরিক দীপ্তি এখানে সজীব ও সক্রিয়। চকিত, স্বতোৎসারিত ও উদ্দীপনামন্ডিত। সমপ্রেমের নন্দনচিন্তার প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট; সমপ্রেমের সৌন্দর্যানন্দের নিবিড় সান্নিধ্যে।

ভারতবর্ষ, মধ্যপ্রাচ্য ও সমপ্রেম

সমপ্রেম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হলে প্রথমে ভারতবর্ষর সামাজিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি ফেলতে হয়। আর ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস নিয়ে কিছু জানতে হলে ভারতীয় সাহিত্যের উপর নির্ভর করতে হয়। ভারতীয় সাহিত্য বলতে– আর্য ধর্মগ্রন্থ ও জাতীয় সাহিত্য। ভারতীয় সাহিত্যকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে– ১. বৈদিক সাহিত্য (এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, সূত্র সাহিত্য ও উপনিষদ); ২. পুরাণ (গুপ্ত যুগে সংকলিত ১৮টি পুরাণ প্রাচীন ভারতের নৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে); ৩. বৈদিক হিন্দু ও মহাকাব্য (সাধারণত রামায়ণ ও মহাভারতকে বোঝায়); ৪. বৌদ্ধ (পালি বা প্রাকৃত ভাষায় রচিত 'জাতক', অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ইত্যাদি) ও জৈন (প্রাকৃত ভাষায় রচিত ভগবতী–সূত্র, আচারাঙ্গ–সূত্র ইত্যাদি) সাহিত্য; ৫. আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ (অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র); ৬. জীবনী সাহিত্য ও রাজ–প্রশস্তি (হর্ষচরিত, বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, নবসাহসাঙ্কচরিত, রামচরিত, গৌড়বহো, কৃমারপালচরিত, হামির–কাব্য, ভোজ–প্রবন্ধ ইত্যাদি); ৭.

সংস্কৃত সাহিত্য (পতঞ্জলির ব্যাকরণ, মুদ্রা-রাক্ষস, দেবীচন্দ্রগুপ্তম, গার্গী-সংহিতা ইত্যাদি); ৮. স্থানীয় উপাখ্যান (দ্বীপবংশ, রাজতরঙ্গিণী, মহাবংশ ইত্যাদি); ৯. বৈদেশিক প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ (পারসিয়া, ইন্ডিকা, তহকিক-ই-হিন্দ ইত্যাদি)। তাছাড়াও অনুসন্ধান করতে হয় প্রত্নবস্তু, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিলালেখা, তাম্রশাসন ও মুদ্রা।

সিন্ধু-সভ্যতাই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা। আর সিন্ধু-সভ্যতার সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের একটি বড় নিদর্শন হচ্ছে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে অবিস্কৃত মুর্তি, সীল, ভাস্কর্য ইত্যাদি। সিন্ধু-সভ্যতায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির মুর্তিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একটি পুরুষ মুর্তি। লম্বা নাক, মাংসল চিবুক, দাড়িগোঁফবিহীন পুরুষ মুর্তি। গায়ে অলংকার। মুখমন্ডলে নারীসুলভ কোমলতা ফুটে আছে। অনেকে মনে করেন যে, শহরবাসীরা নৃত্য ও নৃত্যশিল্পীর প্রতি অনুরাগী ছিল বলেই ভাষ্কর্যশিল্পী তার দক্ষস্পর্শে অত্যন্ত নিপুনভাবে এ পুরুষ-মুর্তিটি সৃষ্টি করেছিলেন। নিখুঁতভাবে তৈরি এ পুরুষ-মুর্তিটিই সিন্ধু-সভ্যতার পুরুষ-সৌন্দর্যনন্দনের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এ-মুর্তিটি মাইকেলএঞ্জেলোর 'ডেভিড' মর্মরমূর্তি মতই আমার কাছে মনে হয়। এ-থেকে মনে হচ্ছে আমাদের প্রাচীন অনার্য বা অসুর সভ্যতা সমপ্রেম প্রসঙ্গে নীরবতা অবলম্বন করেনি। কিন্তু আর্য বৈদিক-হিন্দুধর্ম সমপ্রেম সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেছে; বা এ-বিতর্ক সুনিপুণভাবে এড়িয়ে গেছে। যে-কারণে বর্তমানে সমপ্রেম নিয়ে বৈদিক-হিন্দুধর্মে এক বিতর্কের সুতপাত্র ঘটেছে। বৈদিক হিন্দুশাস্ত্রে প্রেম ও কাম নিছক শরীর-রঞ্জনের উপায় না-থাকায়, এক সনাতন শক্তিস্তরে উন্নীত হয়েছে। নরনারীর যে মিলন সন্তান উৎপাদনে সক্ষম তাকে জীবনের ধারা রক্ষা করার একটি মুখ্য উপায় বলে বর্ণনা করে একে এক পবিত্র কর্তব্যের পর্যায়ে পর্যবসিত করা হয়েছে; কিন্তু বৈদিক ধর্মসূত্রে বিয়ে (বংশরক্ষা), ধর্ম (কর্তব্যপালন) ও রতি (প্রিয় সাহচর্য) – এ-তিন উদ্দেশ্যের বিধেয় বলে বিধৃত করা হয়েছে। অন্যদিকে বৈদিক-হিন্দুর প্রধান শাস্ত্রগুলো সরাসরি সমপ্রেমকে ঈশ্বর বিরোধিতা বলে গণ্য করেনি; বা এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধানও বাতিয়ে দেয়নি। তবে ভারতীয় প্রাচীন (খৃষ্টপূর্ব ৮ থেকে খৃষ্টপর ৬ শতাব্দী পর্যন্ত) বৈদিক-হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে সমপ্রেম বা বর-বন্ধুর উদাহরণ পাওয়া যায়। মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্কই প্রমাণ করে যে, পুরুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কত গভীর ছিল। অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, Thou art mine and I am thine, while all that is mine is thine also!/ He that hateth thee hateth me as well, and he that followeth thee/ followeth me! … O Partha, thou art from me and I from thee.[2]

ডার্কা থেকে ফিরে আসার সময়, শেষ রাতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হন ধনঞ্জয় (অর্জুনের অন্য নাম) এর আশ্রমে রাতযাপনের উদ্দেশ্যে। মহাভারতে বলা হয়েছে, …worshipped duly and furnished with every object of comfort and enjoyment, Krishn of great intelligence, passed the night in happy sleep with Dhananjay as his companion.[3] এ সময়ে বর-বুন্ধত্ব খুবই প্রবিত্র ছিল। একে আরও পবিত্র করার উদ্দেশ্যে সপ্তমচক্কর দেওয়া হত পবিত্র অগ্নি-ঘুরে, যেমন দেওয়া হয় বৈদিক-হিন্দু বিয়েতে। আর পুরুষ-পুরুষের এ-বন্ধনকে বলা হয়ত 'সপ্তমপদ মিত্র' বা বন্ধুর সঙ্গে একতালে সাত ধাপ দেওয়ার বন্ধুত্ব। রাম ও সুগ্রীভ তাঁদের বন্ধুত্বকে সুগভীর করার উদ্দেশ্যে অগ্নি-ঘুরে সপ্তমচক্কর দিয়েছিলেন।[৪] অন্যদিকে বিশ্বমা[৫] বলছেন যে, পুরুষ শুধু নারীর কাছে যায় বংশরক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আর এ তখনই যায় যখন পৃথিবীর বুক থেকে বংশধর কমতে থাকে।[৬] অন্যদিকে পঞ্চতন্ত্রে দেখা যায় যে, সবগুলো চরিত্রই পুরুষ, শুধু পশুপাখি ব্যতিত; এদের মধ্যে সমপ্রেম তৈরি হয়েছে, এমনকি সংসারও।[৭]

নর–নারীর মিলন ছাড়াও যে, সন্তান জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা আছে– এর সন্ধান মিলে বৈদিক সাহিত্যে। এসব জন্মের ক্ষেত্রে কখনও কখনও সমপ্রেমের প্রেমিকমিলনের আভাস পাওয়া যায়। আবার কখনও প্রকৃতি নির্ভর; যেমন, সীতার (রামায়ণ) জন্ম মাটি থেকে আর ধ্রুপদীর (মহাভারত) জন্ম অগ্নি থেকে। জরাসুন্দরের (মহাভারত) জন্ম হয় দু–জন নারীর অর্ধাংশ দিয়ে এরপর দৈত্যের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটে। কার্তিকের জন্ম হয় শিবের পুরুষরস যখন অগ্নি পান করলেন তখন।[৮] অয়াপনের জন্ম হয় শিব ও বিষ্ণুর মিলনে।[৯] এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিষ্ণু তখন মোহিনী রূপে ছিলেন। কিন্তু শিব তো সবই জানতেন; কারণ তিনি মহাশক্তির অংশ। তাঁর অজানা কিছুই থাকতে পারে না। গণেশের জন্ম হয় জন্মস্থলির বাইরে।[১০] শিব দু–জন নারীকে আদেশ করেন সন্তান লাভের জন্য দেহমিলন করতে; কারণ তাদের স্বামী পরলোক গমণ করেছিলেন।[১১] বৈদিক সাহিত্যে আরও পাওয়া যায় লিঙ্গ–পরিবর্তনের কাহিনী। যে দুটো কাহিনী সবার আগে চোখে পড়ে তা হচ্ছে– মহাভারতের সিখান্দি (Sikhandi) ও বৃহিনল (Brihinala)। সিখান্দি পূর্বজন্মে ছিলেন নারী। আবার জন্ম নিলেন অতিতের ভুল শোধরানোর জন্য। বিশ্বমা যখন ওকে চিনতে পারলেন তখন ওর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলতেন তিনি নারাজ হন। বলেছেন, O joy of the Kurus, I will not use my arrows against a woman, one who was once a woman, one whose name is like a woman's or one who resembles a woman. For this reason, I will not kill Sikhandi.[12] আর বৃহিনল হচ্ছে অর্জুনের আরেক নাম, তখন তিনি বনবাসে ছিলেন। তিনি বাইরে নর অন্তরে নারী। সে–সময়কার ঘটনাগুলো সত্যি আনন্দদায়ক।

বৌদ্ধ সাহিত্যে বিমলাকৃতিনির্দেশ (Vimalakirtinirdesa), মহায়ান বৌদ্ধ, এতে একটি কাহিনী আছে, সেখানে বলা হয়েছে একজন বৌদ্ধভিক্ষু দেবীর দয়ালাভে নারীর রূপ গ্রহণ করেন। তারপর তাকে আবার পুরুষে পবিবর্তন করা হয়। দেবী তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, বৌদ্ধভিক্ষু কি কোনও রকম পরিবর্তন লক্ষ করেছেন, নারীরূপ অধিকার করার পর। বৌদ্ধভিক্ষু উত্তরে বলেন যে, তিনি তেমন আলাদা কিছুই উপলব্ধি করেন নি। দেবী তখন বললেন, Just as you are not really a woman but appear to be female in form, all women also appear to be female in form but are not really women. Therefore, the Buddha said that all are not really men or women … All things neither exist nor do not exist. The Buddha said there is neither existence nor non-existence. যদি তাই হয় তবে কি শুধু নারী–পুরুষের সম্পর্কটিই মেনে নিতে হবে। অন্য কিছু না? সমপ্রেমকে কেন মেনে নেওয়া যাবে না? তাই হয়তো থেরাভাদে (Theravada), বৌদ্ধধর্মের একশাখায়, বলা হয়েছে– সমকামিতা বা বিপরীতরতি হচ্ছে দু–জন ব্যক্তির ইচ্ছা–অনুচ্ছার উপর নির্ভরশীল, এ তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। যদি এ সম্পর্ক তাদের মধ্যে আনন্দ ও নির্ভরতা আদানপ্রদান করে তাহলে একে সবাই মেনে নেওয়া উচিত।

^Rb mwn‡Z¨ ¯xwbievYcKviY (Strinirvanaprakaran) gnv-`vkwbK mKZqb (Sakatayana) e‡j‡Qb, †h-‡Kvbl gvbl mg‡cg Dcjwä Ki‡Z cv‡i| wZwb Avil e‡j‡Qb, cw_ex‡Z wZb cKvi AvKv•¶v Av‡QÑ ci“l, bvix I ZZxq-wj½| ZZxq-wj½ m¤‡Ü cZvÄwji e¨vKiY I ^Rb mwn‡Z¨ †evSv‡bv n‡q‡Q †h, Kxe, cÊK I bvcÄK; hv wZb nvRvi eQi a‡i fviZe‡l mvgwRK c_v wn‡m‡e P‡j Avm‡Q| gwYKÉ RvZK[13]-‡K ejv n‡q‡Q †h, GK ivR agvk‡gi GK Zi“Y wf¶i m‡½ †c‡g c‡ib| ivRvi gZ¨ ci †m Zi“Y wegl nq, ivRvi `kb bv-cvIqvq| Ab¨w`‡K evrm¨v‡qbÔi ÔKvgmÎÕ[14]‡Z mgKwgZvi Ici GKwU †MvUv Aa¨vq wbw`ó Kiv n‡q‡Q| Kvgm‡Îl wj½‡K wZb fv‡M fvM Kiv n‡q‡QÑ c-cKwZ, ¯x-cKwZ I ZZxqv-cKwZ; A_vr ci“l, bvix I ZZxq-wj½| ZZxqv-cKwZ ej‡Z evrm¨v‡qb mgKwgZv ev mg‡cg‡K ewS‡q‡Qb| wZwb Avil e‡j‡Qb wKfv‡e

†m-mg‡qi mgKvgx ci“liv †gmvm I Pj-KvUvi †`vKv‡b Dcw¯Z n‡q wb‡Ri AvKv•¶v wgUv‡Zv| GQvovI fviZe‡li wewfb gw›`‡i †m-mgqKvi wg_bgwZ¸‡jv cwi`kb Ki‡j †ek wKQ mg‡cg welqK gwZi mÜvb cvIqv hvq|[15]

এবার দেখা যাক মধ্যপ্রাচ্য কি বলে! ইহুদিসমাজে সমপ্রেমের অবাধ প্রচলন ছিল; হিবরুভাষায় লিখিত আদি ইহুদিধর্মগ্রন্থের অনেক সূত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু 'নিজে নিজে ইহুহিধর্ম শিক্ষা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no suggestion in Judaism that the celibate life is specially holy. [Sex is] the most intimate and enjoyable way of deepening a relationship.[16] বর্তমানে প্রগতিশীল ইহুদি ধর্মনেতারা সরাসরি বলছেন যে, স্রষ্টা যখন সমকামী মানব সৃষ্টি করেছেন, তখন আমরা কে সমপ্রেমের ব্যাপারে অপত্তি করার! ঈশ্বর কখনই মানবজাতিকে কষ্ট দেন না। তিনি দয়াময়, করুণাময়, সর্বজ্ঞানী; শুধু তিনিই জানে কি উদ্দেশ্যে সমকামী মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সাধারণ মানুষ যদি এর বিরুদ্ধে কথা বলতে চায়, তবে তাদের মনে রাখা উচিত, সে কি স্রষ্টার সৃষ্টিকে অস্বীকার করছে না! আর যে-ব্যক্তি মহান স্রষ্টার সৃষ্টিকে অস্বীকার করে সে কি স্রষ্টাকেও অবিশ্বাস করে না! কারণ, মহান স্রষ্টার মহান সৃষ্টি মানবজাতি, তিনি একে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন। একমাত্র স্রষ্টাই জানেন কোন উদ্দেশ্যে তিনি এ-বিশাল জগৎ সৃষ্টি করেছেন; তবে তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন যত্ন করে; তাই মানবকে সুখে, শান্তিতে ও আনন্দে রাখার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করেছেন।[১৭] সমপ্রেম ও খ্রিস্টধর্মের বিরোধ সর্বজনবিদিত। মনে করা যেতে পারে যে, ইহুদিধর্ম থেকে স্বতন্ত্র বজায় রাখার জন্য খ্রিস্টান শাস্ত্রকাররা সমপ্রেমের বিরোধিতা আমদানি করেছিলেন।[১৮] বর্তমান বাইবেলের হিবরু-পান্ডুলিপিতে যে অংশবিশেষ আমদানি করা হয়, শাস্ত্রকাররা সমপ্রেমের বিরোধিতা করার জন্য, এগুলো হচ্ছে–

• No man is to have sexual relations with another man, God hates that. [Leviticus 18:22].
• If a man has sexual relations with another man, they have done a disgusting thing, and both shall be put to death. They are responsible for their own death. [Leviticus 20:13].
• No Israelite, man or woman, is to become a temple prostitute. [Deuteronomy 23:17].

প্রগতিশীল শাস্ত্রকাররা অন্যমত পোষণ করে আসছেন। বলছেন, Jesus explicitly condemned divorce—equating it with adultery in the Sermon on the Mount—but never explicitly forbade homosexuality; so they call it hypocritical to criticize homosexuality much more vocally than divorce.[19] পৃথিবীতে সমপ্রেম সর্বাপেক্ষা বেশি নিন্দিত হয়েছে এ-ধর্মেই, প্রাচীন গ্রীক ও রোমানকে বাদ দিয়ে, অথচ সমপ্রেমের সর্বাধিক অনুশীলন এ-মতাবলম্বীদের মধ্যেই দেখা যায়। মাইকেলএঞ্জেলো, দ্য ভিঞ্চি, মারলো, শেক্সপীয়র, বায়রণ, অস্কার ওয়াইল্ড প্রমুখ সমকামী খ্রিস্টান ছিলেন। শেক্সপীয়র তাঁর অপূর্ব 'সনেটগুচ্ছ' রচনায় হাত না দিলে, মাইকেলএঞ্জেলো ও দ্য ভিঞ্চি তাঁদের অপূর্ব পুরুষমূর্তিগুলো সৃষ্টি না করলে, এ-বিশ্ব কি সৌন্দর্যনন্দনে ভুরপুর হত! মানব সংস্কৃতিকে সমপ্রেমিক মনে যে অপূর্ব সম্পদ দান করেছে, তা কোনও অংশে ন্যূন বা হীন না। একথা সবাই মেনে নিতে বাধ্য।[২০] আর ইসলামে বিভিন্ন বিভাগে সমকাম সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। কোথাও বিধেয় হয়েছে সামান্য দন্ড, কোথাও প্রস্তরাঘাতে হত্যারও বিধান দেওয়া হয়েছে। তবে প্রগতিশীল ধর্মগুরুরা বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে মেনে নিয়ে, ১৯৫০ সাল থেকে, সমপ্রেম-বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা মনে করছেন, ...homosexuality as a sexual orientation which is ethically neutral, fixed, unchosen, and is normal and natural for a minority of

adults.[21] Ab¨w`‡K i¶Ykxjiv ej‡Qb, ...homosexuality as a deviate and disordered behavior, which is immoral, changeable, chosen, abnormal and unnatural.[22]
রক্ষণশীলরা পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত সমকামিতা বিরোধি মন্তব্যকে আন্তরিকভাবে পোষণ করেন,

১. ...লুত যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন নির্লজ্জ কাজ করছ যা তোমাদের পুর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরা তো যৌনতৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের কাছে যাচ্ছ, তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। [৭:৮০-৮১]।
২. সৃষ্টির মধ্যে তোমরাই কেবল পুরুষের সঙ্গো উপগত হও, আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে-স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা পরিহার কর। না, তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। [২৬: ১৬৪-১৬৬]।

কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে লুত ও তাঁর সম্প্রদায়ের এ-কাজকে নির্লজ্জ কাজ বলে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না; এ সম্পূর্ণ রূপে ইসলাম ধর্মের মতামত। কিন্তু আল্লহ ক্ষমাশীল, দয়ালু তাই লুতকে তিনি রক্ষা করেছিলন।

এ দু-দলের মত-ব্যবধানের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়ন ও চরম পরিবর্তনশীলতা বা রক্ষণশীলতা, যুক্তিবিচারে দু-মেরু তফাৎ থাকলেও ইসলামিক সাহিত্য কিন্তু অন্য-কথা বলে। সমপ্রেম প্রসঙ্গো ইসলামিক সাহিত্যে উজ্জ্বল উদাহরণের সন্ধান পাওয়া যায়। পারসি-সাহিত্যে কবি খোলাখোলি ভাবেই তার প্রেম নিবেদন করতেন যুবক ও তরুণ প্রেমিকের উদ্দেশ্যে। সুলতানরাও কৃতদাস যুবকের প্রেমে আপ্লুত হতেন। আর সুফিজন স্রষ্ঠা ও তাঁর সৃষ্টি মানবের সঙ্গো প্রেমে করতেন, বিশেষ করে যুবক শিষ্যদের প্রতি। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় প্রগাঢ় তাৎপযপূর্ণ সমপ্রেমের অধিকার। মানবের অধিকারের মাত্রা এঁদের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে এক বিপুল আচারবৈচিত্র্যের মধ্যে নাড়িগেড়ে সুবিস্তৃত উদারতা নিয়ে সমাজের সঙ্গো সমন্বয় ঘটেছে। এখানে 'হিজরা'গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করলে তেমন ভুল হবে না। কিন্তু সুফিজন ধর্মীয় বিশ্বাস, একেশ্বরবাদ, অনড় নিষ্ঠার সঙ্গো পালন করে গেছেন। উহারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আরবের একজন কুরআনের এলেম, বিন আল-ফারা ও তাঁর প্রেমিকের কথা। তাঁরা যখন আদালতের আশ্রয় নেন তখন কাজী যা বলেছিলেন, তা নিম্নের কাব্যে প্রকাশ পাচ্ছেঃ ....And to the mouth that it should be tasted,/ And when the beloved saw him on my side/ He abandoned his resistance and I enfolded him./ I continued reproaching him for his long unkindness/ And he said, "May God forgive a past mistake!"[23]

অন্যদিকে ভারতবর্ষের মুসলমান শাসনামলে দিল্লিতে সমপ্রেমিকদের রাজ-দরবারে অবাধ গতিতে আসা-যাওয়া ছিল। তারা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠে। উদাহরণসহ বলা যায়- কবি মুকারম বক্স ও মোক্কারোম এর প্রসঙ্গাটা। কবির মৃত্যুর পর ৪০ দিন তাঁর প্রেমিক শোকযাপন করেছিলেন, বিধবার মতো। আর সুফিদের প্রসঙ্গা সম্বন্ধে সকলই অবগত। তাদের আধ্যাত্মিক গান ও সাহিত্য স্বর্ণস্তবক হয়ে আছে। সুফি কবি আবরু[২৪] তো বিপরীতরতিকে পরিহার করে সমকামিতাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, “He who prefers a slut to a boy, is no lover, only a creature of lust.”

নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

১. আমির খসরু তাঁর গুরু সুফি শেখ নাজিমুদ্দিন আওলিয়ার মৃত্যুতে ভেঙে পরেন। তিনি তখন বলেছেন,

> The beauty sleeps on the bridal bed, her tresses all over her face;
> Come Khusro, let's go home, for darkness settles all around.
> Looking at the empty bed, I weep day and night
> Every moment I yearn for my beloved, cannot find a moment's peace.
> He has gone, my beloved has crossed the river,
> He has gone across, and I am left behind. …

২. সুলতান কুতুবুদ্দিন খিলজি, তার পিতা আল্লাউদ্দিন খিলজির মতো কৃতদাসের সঙ্গে সমপ্রেমে আবদ্ধ হন। কুতুবুদ্দিনের সমপ্রেমিক ছিলেন খসরু খান। সভা-কবি লিখেছেন, He often wanted to put a sword through the Sultan and kill him while he was doing the immoral act of publicly kissing him. This vile murderer of his father was always thinking of ways to kill the Sultan. Publicly he offered his body to the Sultan like an immoral and shameless woman. But within himself he was seething with anger and choking on a desire for revenge at the way the Sultan forced himself upon him and took advantage of him.

৩. বৃহস্পতি মিশ্রের 'স্মৃতিরত্নহার' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, জলালুদ্দিন সৌন্দর্যেমুগ্ধ হয়ে জগদত্তের পুত্রকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেছিলন। আর তাদের বন্ধুত্ব সুগভীর ও দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে জলালুদ্দিন বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। উপহার সরূপ হাতী, ঘোড়া, সোনা, রুপা প্রভৃতি প্রদান করেছিলেন। এমনকি শঙ্খধ্বনিতে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল।

৪. সম্রাট বাবর লিখেছেন, I maddened and afflicted myself for a boy in the camp-bazaar, his very name, Baburi, fitting in. Up till then, I had had no inclination for any-one, indeed of love and desire, either by hear- say or experience, I had not heard, I had not talked. … One day during that time of desire and passion when I was going with companions along a land and suddenly met him face to face. I got into such a state of confusion that I almost went right off. To look straight at him or to put words together was impossible. With a hundred torments and shames, I went on.[25]

৫. সুলতান মোহাম্মদ মীর্জা সম্বন্ধে সম্রাট বাবরের আত্মজীবনি[২৬]তে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর সুন্দর ছেলে সন্তানগুলোকে তাঁর 'হুর-হারেমে' ভর্ত্তি করেন। তিনিও সুন্দর যুবক দলের সঙ্গ পছন্দ করতেন। এ প্রথাপদ্ধতি তাঁর রাজ্য জুড়ে প্রচলিত হতে থাকে, উচ্চবিত্ত সমাজে।

৬. মোগল সম্রাট জাহাঙ্গির তাঁর সভা-কবি মু. সমারখান্দিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, একজন গৌড়বর্ণ যুবক কি কৃষ্ণবর্ণ যুবকের চেয়ে সুন্দর? কবি উত্তর দেন, কৃষ্ণবর্ণের যুবক সম্বন্ধে বলেছেন,

> A Hindu boy stole my wretched heart
> He stole its tranquillity and its calmness
> My reason, my judgement, my endurance, my patience
> All of these he stole with his laugh.

আর গৌড়বর্ণ যুবক সম্বন্ধে বলেছেন,

O moon-faced beauty in this beautiful night
So astonishingly desirable in the light if the candle
You have stolen Mutribi's heart altogether
With a wink, guilelessness, playfulness and amiability.
Do not tell me to look at the splendour of the perfumed plants
My heart is your captive, what do I need from there?

৭. আলী আদেল শাহ

তিনি খুব ভালোবাসতেন সুন্দর সমপ্রেমিক পুরুষ ও যুবককে সুংগ্রহ করতে। তিনি তাঁদরে সঙ্গা খুব পছন্দ করতেন। একদিন তিনি আমির আল-বুরাইদকে পত্র দ্বারা অনুরোধ জানান যে, আমিরের দরবারে রক্ষিত সুন্দর দুটো সমপ্রেমিক ছেলেকে যেন অতি তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু আমির তাঁর ছেলে দুটোকে আলী আদেল শাহকে পাঠাতে অনুচ্ছিক থাকায় পাঠাননি। পরবর্তিতে যখন মোরতাজাহ নাজিম শাহ বেহারির সঙ্গে যুদ্ধ বাধে আমির আল-বুরাইদের, তখন দু-হাজার সৈন্য দিয়ে আলী আদেল শাহ তাঁকে সাহয্য করনে। যুদ্ধ শেষে আমিরের দরবারে রক্ষিত সুন্দর দুটো ছেলেকে উপহার দেন আদেল শাহকে ।[২৭]

৮. শেখ খলন্দর বক্স দু-জন নারীর সমপ্রেমকে কবিতায় স্থান দিতে গিয়ে লিখেছেন,

I'd sacrifice all men for your sake, my life,
I'd sacrifice a hundred lives for your embraces
How beautiful is it when two vulvas meet – [...]

The way you rub me, ah! […]
When you join your lips to my lips,
If feels as if new life pours into my being,
When breast meets breast, the pleasure is such
That from sheer joy the words rise to my lips:

The way you rub me, ah! […]
How can I be happy with a man – as soon as he sits by me
He starts showing me a small think like a mongoose --
I'd much rather have a big dildo
And I know you know all that I know […]

প্রকৃতি ও সমপ্রেম

সমপ্রেমকে ধর্মগ্রন্থে আকার-ইঙ্গিতে ঈশ্বরের আইনবিরোধী করা হলেও এ প্রকৃতির নিয়ম বিরোধী না। প্রকৃতির জীবের ৪৫০ প্রজাতিরও বেশি সমকাম অনুশীলন করে। ‘Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity’ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

- Male gorillas court and couple with each other, grizzly bear families have two mothers.
- Male swans form pair-bonds with one another and female long-eared hedgehogs have oral sex.
- In [...] a Central American rain forest, jewel-like male hummingbirds flit through the vegetation, pausing briefly to mate now with a male, now with a female.
- A whale glides through the dark and icy waters of the Arctic [...] her fins and tail caressing another female.
- Drifting off to sleep, two male monkeys lay gently in each other's arms [in] the ancient jungles of Asia.
- In a protected New Zealand inlet, a pair of female gulls – mated for life – tends their chicks together.
- Tiny midges swarm above a bleak of tundra of Northern Europe, a whirlwind of mating activity, as males' couple with each other in midair.
- Circling and prancing around her partner, a female antelope courts another female in an ageless, elegant ritual staged on the African Savanna.
- More than 130 different bird species worldwide are literally queer.
- A figure of just over 20%: [...] one-fifth of all interactions, on average, are homosexual in mammal and bird species that have [some] form of [sexual same-sex behaviour].[28]

বর্তমান সমাজ ও সমপ্রেম

Avãi iDd †PŠai‡x Zvi Mí-m¤v‡i wj‡L‡Qb, ‘NvUMvb wKš Lvivc wKQ bq| ivav-K‡òi Agi †c‡gi Mvb| GKUv m›`i †Q‡j‡K †K›` K‡i NvU`j ^Zwi nq| Zv‡K ivavi fwgKvq cvevi R‡b¨ Kò‡`i AvKwZÑ NvUMv‡bi ^ewkó¨| G †Mvc‡b Rbwcq‡Zv jvf K‡i‡Q ce-mxgvšeZx †Rjv wm‡j‡U; cwK¯v‡bi DËi-cwðg mxgvš c‡`‡ki AbKi‡Y; we‡kl K‡i hLb wK‡kvi AvKlYxq †Pnvivi Avqe Lvb‡K wN‡i LÆK bv‡Pi Rbwcq‡Zv Pi‡g †cŠ‡QwQ‡jv ZLb| G Avgvi †kvbv K_v| Z‡e G Aek¨ HwZnwmK mZ¨ †h, †gŠjvbv Rvjvj DwÏb i“gx †eZve n‡q †h‡Zb Zvi wK‡kvi †cwgK eÜi A`k‡b| [...] cvK-Bmjwg K h‡M Avi‡e m›`i †Q‡j‡K wb‡q KvovKwo, nvbvnwb AvmKvi Pj‡Zv| ZLb ejv n‡Zv ev‡iv eQ‡ii evj‡Ki dU‡bv¤§L †mŠ›`h Kvg¨| wKš †Z‡iv‡Z †m A‡bK †ewk Avb›``vqK| †cg-c®ú-jwjZ¨ weKwkZ nq †PŠÏ‡Z| AvKlY e× cvq c‡b‡iv‡Z| Avi †lvj nj †`emjf eqm| G-c_v‡K cvPxb Mx‡mi ‘†cWve¨vmwU’i mÎcvÎ e‡j HwZnwmKiv g‡b K‡ib|’[29]

অনেকে মনে করেন, সমকামিতা একপ্রকার শরীর-স্বর্বস্বতা। এ অভিযোগ অযৌতিক। আধুনিক ভোগবাদী সমাজে সমকাম বিপরীতকাম সব একই প্রকার শরীর-স্বর্বস্বতা নাকি? এক হিসেব অনুযায়ী প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হন। সে কি শরীর-স্বর্বস্বতার চরম উদাহরণ নয়? নিষিদ্ধ বস্তুকে পাওয়ার আগ্রহ ও নিষিদ্ধ সমাজের গন্ডী পেরিয়ে সমকামীকে বিকাশের পথে পরিচালিত করছে।[৩০] সমকামিতাকে জোর করে বিপরীতরতিতে পরিণত করা অন্যায়; কারণ, এ বিজ্ঞান পরিত্যাগত। সমপ্রেম কোনও রকম রোগ না যে, এটা-ওটা নিষিদ্ধ করলেই এর চিকিৎসা করা সম্ভব। এ মানবচরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা খুব কম মানুষই পায়; তাই হয়তো মৌলানা আব্দুল কালাম সমকামকে বিপরীতকামের সঙ্গে সমশক্তিতে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, No one is worthy of being called a human unless he has crossed the Rubicon of love. He who has not experienced the intensity of desire or the deluge of tears is less than human. When the ascetic in the mosque bows his head in Namaz, despite all his piety and devotion, he cannot help enjoying thoughts of smiling Houris and Ghilmaans of Paradise. Even the super-ascetics who seek the truth in the recesses of the mosques are not free from these alluring images. আর বাংলার শান্ত-সাহিত্য সাধনা করলে পাওয়া যায় রামকৃষ্ণের সন্ধান। তিনি 'নারীদেহকে বিভীষিকা রূপে চিত্রিত করে তাঁর বহু বাণী এবং যৌনতা ও মলমূত্র ত্যাগের সমীকরণ নির্দেশ করে তাঁর বহুলপুররুক্তির মধ্যে এক তীব্র ব্যক্তিগত তাড়নার আভাস পাওয়া যায়। [...] নারীদেহের রন্ধ্রগুলি মনে হত [তাঁর কাছে] ভয়াবহ ও সাংঘাতিক।'[৩১] বিবেকানন্দও রমকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন।

পৃথিবীব্যাপী আজ সমপ্রেমের বিশাল আন্দোলন চলছে; এর চাপে মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হওয়া উচিত, ধীর বা বিলম্বিত-লয়ে হলেও কোনও অসুবিধা নেই। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রগতিশীল দেশে সমপ্রেম আইনসিদ্ধ। অনেক দেশ এ-পথেই হাঁটছে। বাঙলি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি মহলেও এ-সম্পর্কে একটি শক্তিধর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা আধুনিক সাহিত্যে প্রথমসারির লেখকদের মধ্যে যে সমপ্রেম নিয়ে লিখেছেন তিনি হচ্ছেন যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'দুই বন্ধু' (১৮৫৬) গল্পে সুখ-স্পর্শ, বিরহ-বিধুর, হৃদয়-স্নিগ্ধ করা দু-জন বন্ধুর প্রেমের কথা বলা হয়েছে। আব্দুর রউফ চৌধুরীও তাঁর 'নতুন দিগন্ত সমগ্র' (মূল- ১৯৬৮) উপন্যাসেও সমকামিতার প্রসঙ্গ টেনে একটি সচ্ছলচিত্র এঁকেছেন। এ-উপন্যাসের পাতার-পর-পাতা ভরে আছে সমকামিতার প্রসঙ্গ। সম্প্রতি তিলোত্তমা মজুমদার 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' উপন্যাসে নারী সমকামিতার[৩২] সমস্যাগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

ভারতের দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই শহরে সমপ্রেমিক যেরকম সংঘবদ্ধ হচ্ছে এতে ভারতবাসীর ধারণা পাল্টাচ্ছে। কলকাতায় প্রতি বছর জুন মাসে সমপ্রেমিকের বিশাল পদযাত্রা ও তাদের প্রতি কাগজপত্রের সংস্কারশূন্য মনোবৃত্তি অনেক আশার সঞ্চার করছে। সর্বোপরি ভারতের সুপ্রীম কোর্টও ভারতীয় সংসদকে এক নির্দেশ-পরামর্শ দিয়েছে সমপ্রেম আইনুসদ্ধ করার জন্য।[৩৩] কিন্তু ঢাকায় সমপ্রেমকে নিয়ে এখনও সচেতনতা বেড়ে উঠেনি। বর্তমান বুদ্ধিজীবিদের সমপ্রেম সম্পর্কে অযথা ভীতি ও অবৈজ্ঞানিক যুক্তিধারা, ইউরোপিয় মধ্যযুগের ধারণার মতো, নির্মূল কার উচিত। কারণ, প্রগতিশীল কাজে অগ্রসর হতে হলে সন্ত্রাসবাদ ও মৌলাবাদের মতো কুসংস্কারও মানবতার প্রধান শত্রু। তাই বুদ্ধিজীবিদের মনে রাখা উচিত, 'শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্চিত মানুষের জেগে ওঠার জয়গান বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত না-হলে বর্তমান বাংলাসমাজ শোষণমুক্ত সমাজে পরিণত হবে না।'[৩৪]

[1] Wikipedia, the free encyclopedia.
[2] Vana Parva, Mahabharat, Sage Vyas.
[3] Aswamed Parva, Mahabharat, Sage Vyas.
[4] Ramayan, Sage Valmiki.
[5] A prominent character in the Mahabharat.
[6] Mahabharat, Sage Vyas.
[7] Panchatantra, Vishnu Sharma. This is a collection of five volumes of stories written by a teacher to help instruct the different aspects of kinghood for princes.
[8] Shiv Puran. The Purans are a class of literary texts, all written in Sanskrit verse, whose composition dates from the 4th century BC to about 1,000 AD.
[9] Bhagawat Puran.
[10] Shiv Puran.
[11] Ramayan, Krittivas.
[12] Mahabharat, Sage Vyas.
[13] The Jatakas are stories in Pali of the stories of Buddha's previous lives. Already well known hundreds of years before, they were finally compiled in 5th C AD.
[14] Written by Vatsyayana Mallanaga – ca. 1st C to 6th C AD.
[15] Anorbo Dutta, Mukto-mona.com, Articles.
[16] Teach Yourself Judaism (1st ed), C. M. Pilkington, p105.
[17] A Reflection on Judaism and Homosexuality, Rabbi Menachem.
[18] Anorbo Dutta, Mukto-mona.com, Articles.
[19] Christianity and Homosexuality, Dhananjay Kulkarni, 2004.
[20] Anorbo Dutta, Mukto-mona.com, Articles.
[21] Islam and Homosexuality: All viewpoints.
[22] Islam and Homosexuality: All viewpoints.
[23] The Rites of Man - love, sex and death in the making of the male, Rosalind Miles, Grafton books, 1991.
[24] Pen name of Najmuddin Shah Mubarak. He came from a family of Sufi saints and scholars. A modern critic described him as the chief of boy-worshippers.
[25] Tuzk-I-Baburi, autobiography of Babur, founder of the Mughal Empire in India (15th century).
[26] Tuzk-I-Baburi, autobiography of Babur, founder of the Mughal Empire in India (15th century).
[27] Tarekh-I-Farishtah, Mohammed Qasam Farishtah, 16th century.
[28] Biological Exuberance, Bruce Bagemihl, 2000.
[29] Golpo-shomogroh, Abdur Rouf Choudhury, Pathak Shamabesh, 2006.
[30] Anorbo Dutta, Mukto-mona.com, Articles.
[31] Kaliyuga, Chakri, Bhakti: Ramkrishna-o-Tnar Samaya, Sumit Sarkar.
[32] Anorbo Dutta, Mukto-mona.com, Articles.
[33] Anorbo Dutta, Mukto-mona.com, Articles.
[34] Porodeshe Porobashi, Abdur Rouf Choudhury, Pathak Shamabesh, 2003.